ক
২২১৬

জয়নগর-গিরি-শিখরোপ

ভ্রমণ।

অভিনব পদ্য গ্রন্থ

শ্রী গোবিন্দচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক

প্রণীত।

সাং জেজুর।

কলিকাতা

ব্রাহ্ম-সমাজের যন্ত্রে মুদ্রিত।

আশ্বিন ১৭৮৫ শাক।

মূল্য ।০ আনা মাত্র।

জয়নগর-গিরি* শিখরোপরি

ভ্রমণ।

পূর্ব্ব-দিক্ পরিহরি ক্রমে প্রভাকর,
পশ্চিমে প্রস্থান করে, তেজ-হীন কর।
সুশীতল সমীরণ মন্দ মন্দ বহে,
উত্তাপ প্রতাপ আর কত ক্ষণ রহে?
সন্তপ্ত ধরণী ক্রমে ধরে শান্ত বেশ,
প্রহরেক মাত্র আছে দিবা অবশেষ।

হেন কালে আমি আদি বন্ধু তিন জন,
চলিলাম "গিরি" পরে করিতে ভ্রমণ,

---

* লক্ষী-সরাই-ষ্টেসন হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দক্ষিণ।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সঙ্গেতে চলিল মাত্র ভৃত্য এক জন,
পুলকে সবার অতি প্রফুল্লিত মন।
প্রবাসের পাশে গিরি দক্ষিণ দিকেতে,*
অর্দ্ধ ক্রোশ উচ্চ নয়, অতি নিকটেতে
সুচারু হরিৎ বর্ণ প্রান্তরের মাঝ,
স্বভাবে সাজিয়া গিরি করিছে বিরাজ।

অল্পক্ষণে আসিলাম গিরিবর তলে,
দেখিয়া গিরির শোভা, মোহিত সকলে।
এক বারে শান্তি-রস বিস্ময়ে মিশ্রিয়া,
হরিল মানস বলে, হৃদয়ে পশিয়া।

এক মনে এক দৃষ্টে "গিরি" দৃষ্টি করি
আনন্দে অধীর হয়ে আপনা পাসরি।

---

* লক্ষ্মী-সরাই-ষ্টেশনের নিকট।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ন্যূনাধিক সার্দ্ধ ক্রোশ দীর্ঘ গিরিবর,
উচ্চতা অধিক নয়, অল্প পরিসর।
পশ্চিম পূর্ব্বেতে সারি, কিবা শোভা পায়!
অতি ক্ষুদ্র "গিরিনদী," ঘুরে ঘুরে যায়।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন-বৃক্ষ ক্রমে সারি সার
উঠিছে অচল-কোলে, আহা, বলিহারি!
ঘন বন-পত্রে ঢাকা কোন কোন স্থান,
কোথায় কেবল শোভে বন্ধুর পাষাণ,
শ্বেত-ময়, কি বা শোভা! রজতের আভা,
কি দিব তুলনা! ভাবে নাহি যায় ভাবা।
কোথা ভগ্ন-শিলা-খণ্ড পড়ে পড়ে প্রায়,
মূলে বান্ধি বৃক্ষ ধরে রাখিয়াছে তায়,
পরস্পর সাহায্যেতে পরস্পরে তরে,
এ উহারে ধরে তাই, ও ইহারে ধরে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

স্তম্ভ মত দণ্ড করে কতেক প্রস্তর,
দাঁড়াইয়া রহে যেন ধরিয়া ভূধর।

ভয়ঙ্কর শোভা অতি দেখিয়া বিস্তর,
শিহরে শরীর, পূরে পুলকে হৃদয়।
হেন সাধ্য নাই আর ঊর্দ্ধপানে চাই,
অধোভাগ নিরীক্ষিয়া, ভ্রমিয়া বেড়াই।
নানা জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ বহুতর,
শোভিছে অচল-তলে, দেখিতে সুন্দর।
পতিত প্রস্তর-খণ্ড, স্থানে স্থানে কত,
ঘেরিয়াছে চারি ধারে কাঁটা গাছ যত,
অনেক যতনে তবু রাখিতে নারিয়া,
পতিত হইল দেখে, কান্দিছে বেড়িয়া।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সম্মুখেতে গিরিনদী প্রণালী মর্ত্তন,
বন-পত্রে প্রায় যে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন।
দুই ধারে শোভিছে প্রস্তর থরেথর,
স্বভাবের "গঙ্গাগিরি" পরম সুন্দর।

ক্রমে ক্রমে সমুদয় দেখিয়া দেখিয়া,
"উপত্যকা" উপরেতে উঠিলাম গিয়া।
মরি কি তাহার শোভা। কহিতে অপার,
স্থানে স্থানে,রাশি রাশি,শিলা স্তূপাকার,
তীক্ষ্ণ অস্ত্র কোলে কোলে,শোভে সারি২,
সংগ্রামে সাজিয়া যেন সেনা অস্ত্রধারী।
দুই ধারে দুই গিরি, মধ্য পরিসর,
তৃণ, পত্রে আচ্ছাদিত, অতি মনোহর,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অনুপম শোভা রাশি, বর্ণনা কি হয়!
নিরন্তর মন্দ মন্দ সমীরণ বয়,
নানাবিধ বিহঙ্গম কলরব করে,
গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, পালে পালে চরে
অতি রমণীয় স্থান, শান্তির নিলয়,
স্বভাবে সুন্দর শোভা, তুলনা না হয়।
স্বভাবে মোহিত হয়ে, হরিষ অন্তরে,
স্বভাব জ্ঞাপন করি "স্বভাব-প্রবরে।"
নিরমল শান্তি-রস, পীযূষ সমান,
সন্তোষ হইয়া মন সুখে করে পান।

এক বারে ভাব-ভরে, ভাবের সাগরে
ভাবে ভোর হয়ে পড়ি, ভাবিত অন্তরে

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

হেন কালে হেন ভাব হইল নিপাত,
দারুণ " বন্দুক-ধ্বনি " শুনি অকস্মাৎ।
শব্দে স্তব্ধ কলেবর উঠে শিহরিয়া,
সভয় হৃদয়ে দেখি পশ্চাতে ফিরিয়া;
দেখিলাম, ভৃত্য নহ বন্ধু এক জন
" বন্দুক " করেতে করে সত্বরে গমন,
আর জন সেই খানে দাঁড়ায়ে রহিল,
ক্রমেতে তাহারা এক শিখরে উঠিল,
অনতিবিলম্বে, দেখি, সহাস্য বদনে,
আহ্লাদিত হয়ে, ফিরে আইল দুজনে;
" কানন-কপোত " এক ভৃত্য করে রয়,
দেখিবামাত্রতঃ জ্বলে উঠিল হৃদয়,
প্রকাশ করিতে নারি, কি জানি, কি বলে
মনো দুঃখে দহে মন, কলেবর গলে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ক্রমেতে অসহ্য হৈল, থাকিবারে আর
না পারিয়া, কহিলাম, করি তিরস্কার,
"ওহে! ভাই! নির্দ্দোষীরে মার কিকারণ?
"এই কি করিতে এলে, করিতে ভ্রমণ?"
উত্তর দিলেন এই কথায় আমার,
"পাহাড়ে বেড়াতে আসা কি কারণে আর?
"কি কারণে বন্দুক আনিনু সঙ্গে করে?
"কেবল কি ঘাড়ে করে বেড়াবার তরে?
"শিকার করিব নাই, কেবল ভ্রমণ?
"এমন বেড়াতে নাহি আসি কদাচন।"
দারুণ উত্তরে প্রতি উত্তর না দিয়া,
পৃথক্ হইয়া আমি বেড়াই ভ্রমিয়া।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বিনা দোষে প্রাণী হত্যা করি দরশন,
মনুষ্যের প্রতি হল ধিক্কার কেমন!
নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর "নর," সৃষ্টি-সংহারক,
দুর্ম্মতি, পাপিষ্ঠ অতি, ধর্ম্ম-নিবর্ত্তক,
স্বেচ্ছাচারী, মন্দ-কারী, অধর্ম্ম-আকর,
এমন পাষণ্ড আর নাহি ক্ষিতিপর।
হিংসা, দ্বেষ করিয়াছে অঙ্গের বসন,
পরের সৌভাগ্য দেখি, ঘুরিছে নয়ন,
পর-নিন্দা, পর-কুৎসা, পর-অপকার,
কণ্ঠ-দেশে ধারণ এ সব অলঙ্কার,
কুকর্ম্মে মানস রত, অলস না করে,
মিছা মিছি অনর্থক হিংসা করে মরে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বিজন কানন-বাসী, স্বভাব-বিলাসী,
মুনি, ঋষি ব্যবহার, ফল মূল-আশী,
কার ভাল, মন্দে নাই, স্ব আনন্দে রয়,
লোকালয়ে নাহি থাকে নরে করে ভয়;
তথাপিও দুরাচার মূঢ়মতি নর,
বিনা দোষে মারে তারে বনের ভিতর।
নির্দ্দয় হৃদয়, দয়ালেশ মাত্র নাই,
যারে পায় তারে মারে না মানে "দোহাই।"
ধরে এনে পশু, পক্ষী পালে পালে, পালে,
পরিশেষে বিনাশে সকলে এক কালে।
"আর্ত্ত-স্বরে" ডাকে জীব, দয়া নাহি তায়,
স্বচ্ছন্দে কাটিয়া তারে সিদ্ধ করে খায়।
সর্ব্বস্ব "উদর," আর কিছু নাহি জানে,
মলো, মলো, প্রাণে জীব, সে কি কিছু মানে?

আপনার উদর ভরিলে সব হয়,
কোথাও না হেরি হেন নৃশংস নির্দ্দয়।
সকলি উদরে ভরে যাহা করে সৃষ্টি,
খাইয়া উজাড় কৈল সমুদয় সৃষ্টি।
কিবা লতা, পাতা, ফল, মূল, তরুবর,
তৃণ, শস্য নানামত কহিতে বিস্তর,
আশ নাহি মিটে করি এতেক আহার,
প্রাণী-সৃষ্টি খেয়ে শেষ করিল দুর্ব্বার।
স্থাবর, জঙ্গম, জলচর, উভচর,
খেচর ইত্যাদি করি, শরীরী নিকর,
কাহার নাহিক পার, আহার সকলে,
অদ্বিতীয় "রাক্ষস" কাহারে আর বলে
যাহা পায় তাহা খায়, মারিয়া তুর্জ্জন,
না মানে কাতর ধ্বনি, না শুনে ক্রন্দন।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বিচিত্র "চিত্রিণী অঙ্গ," কিবা চিত্ত-হর!
কোমলা, সুচারু-নেত্রা, পরম সুন্দর,
পরশন করিতেও শঙ্কা হয় মনে,
অবহেলে বধে দুষ্ট, এমন রতনে!

কীর্ত্তীশের কিবা কীর্ত্তি! "বিহঙ্গম-সৃষ্টি,"
কেবা না মোহিত হয় করি ইহা দৃষ্টি?
কি বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পক্ষ! সূক্ষ্ম পদ-পাতা!
কি বা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কলে কলেবর গাঁথা!
বিবিধ বরণ শোভে পালক, পাখায়,
আ মরি! কি কারিগরী! শূন্যে উড়ে যায়।
স্বভাবে সুন্দর অতি, হরে জগ-মন:
এমন পাখীরে দেখি, করে কি নিধন?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সুচারু শল্কল-শিল্প "মীন"-কলেবরে,
মোহিত করয়ে মন, নানা বর্ণ ধরে,
কি বা পাখা, কি বা পুচ্ছ, আহা,মরি,মরি!
দলে দলে, খেলে জলে, সন্তরণ করি।
কৌতুক না হয় মনে করি দরশন,
অনুক্ষণ মীনগণ করয়ে নিধন।

সকলেরে মেরে ভরে আপন উদর,
এমন পামর নর, এমন পামর!
আত্মম্ভরি, লম্বোদরী, স্বার্থ-পরায়ণ,
নাহিক এমন আর, নাহিক এমন!

আরে নর! দুরাচার, সৃষ্টি-সংহারক,
মূঢ়মতি, অধোগতি, কলুষ-কারক,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ঈশ্বর কি এই জন্যে সৃজেছে তোমারে?
তাঁর বিরচিত সৃষ্টি নাশ করিবারে?
খাইয়া, করিবে নিজ "উদর" ভরণ,
তোমার খাবার জন্য এত কি রচন?
সুরঙ্গ কুরঙ্গ-অঙ্গ, কত রঙ্গ ধরে,
হইয়াছে তোমার কি খাইবার তরে?
নিরমল দূর্ব্বাদল করিয়া অদন,
মৃগগণ করিবে কি তোমারি পোষণ?
তৃণ, শস্য খেয়ে, শূন্যে শাখী পরে থাকি,
তোমার খাবার পাত্র সাজায় কি পাখি?
হিংসা-হীন, ক্ষীণ-জীবি মীন জলে থাকে,
চিরদিন তোমারি কি ভোজনের পাকে?
তুমি খাবে বলে সবে আছে কি প্রস্তুত?
এমন অদ্ভুত নাই, এমন অদ্ভুত!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

আরে মূর্খ! ঈশ্বর কি তোমারি কারণ,
চরাচর যত কিছু করিলা সৃজন?
তুমি খাবে, পরিবে, করিবে সুখ কত,
তোমারি ভাবের তরে সৃষ্টি কি তাবৎ?
কে তোমার খাদ্য তরে খাওয়ায় ছাগলে?
তার খাদ্য দেখ বিস্তারিত দূর্ব্বাদলে।
তব খাদ্য তরে যদি হতো মৃগগণ,
তার তরে হইত না পুষ্পিত কানন।
পাখী পালে, কে বা পালে তব খাদ্য তরে?
ওই দেখ, তার তরে ফল বৃক্ষোপরে।
কেবল তোমার তরে এরা যদি হৈত,
তবে আর ইহাদের কিছু না থাকিত।
ঘর, দার, পরিবার, সুহৃদ, স্বজন,
তোমারো যেমন আছে, এদেরো তেমন।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা আদি যা আছে তোমার,
সমভাবে সেই মত আছে তো সবার।
তুমিও যেমত হও, এরাও তেমতি,
তবে কেন ভিন্ন-ভাব কর রে দুর্ম্মতি?

স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, এই তিন,
সমভাবে সবে এক নিয়ম অধীন,
সমভাবে হয় সবে লালন, পালন,
সমভাবে জন্ম, বৃদ্ধি, সমান মরণ।
মিছা মিছি কেন করো অজ্ঞান প্রকাশ?
সমভাবে সবেই তো প্রবৃত্তির দাস।
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি বৃত্তি ছয়,
সাধারণ নয় একি, সাধারণ নয়?

তুমি যেন ইহাদেরে কর চরিতার্থ,
সেই মত কোরে থাকে সকল পদার্থ।
ক্ষুধায় যেমত তুমি করহ আহার,
সেই মত কোরে থাকে সকল সংসার,
নিদ্রা পেলে নিদ্রা যায় হয়ে অচেতন,
জাগ্রতে কেবল করে খাদ্য অন্বেষণ।
অন্যের স্বাভাবী খাদ্য আছয়ে যেমন,
তোমার তো কল, শস্য আছয়ে তেমন?
বরঞ্চ অধিক "বুদ্ধি" আছয়ে তোমার,
তবে কেন অপরের হিংসা কর আর?
বিনা দোষে হিংস, ধর্ম্মে না সবে কখন,
জেনেও কি জান না রে! পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন!
যদি তব স্থানে কেহ দোষ করে যায়,
তুমি "বড়" সাজে তব, ক্ষমা করা তায়,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বিপরীত করো তার, দেখে দহে দেহ,
ভুবনে তোমার সম "পাপী" নাহি কেহ,
দোষ দূরে থাক্, বিনা দোষে রক্ষা নাই,
এমন অধম আর কোথা গেলে পাই?
"বড় পায়া" পেয়ে, বড় বাড়িয়াছে বল,
পিপীড়ার পাখা উঠা হইবারে তল,
অহঙ্কারে ভূমি-পরে নাহি দেহ পদ,
দিবা নিশি ভ্রম করি যারে তারে বধ?
"বিবেকের" বিবেক সুজ্ঞান করি লোপ,
প্রধান করেছো মনে সুধু বৃথা কোপ?
ধর্ম্ম কর্ম্মে জলাঞ্জলি করিয়া প্রদান,
পাপ কর্ম্ম করি চাও বাড়াতে সম্মান?
অত্যাচার করিতেছ অহঙ্কার ভরে,
জান না কি জগদীশ আছেন উপরে?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সর্ব্বসাক্ষী করিছেন সব দরশন,
বিনা দোষে হিংসিতেছ যত জীবগণ।
ফল পেতে হবে নাকো বুঝিয়াছ সার,
তখনি জানিবে যবে পাবে রে দুর্ব্বার?
সবে তাঁর পুত্র, তাঁর সকলি সমান,
যুবা, জরা, দুষ্ট, শিষ্ট, নাহি ভেদ-জ্ঞান,
কি কীটাণু, করী, হরি, বিহগ, মানব,
সমভাবে দেখেন সকলে ভবধব।
ইন্দ্রিয় পতন, কিম্বা, কীটাণু নিধন,
সকলিই সমভাব তাঁহার সদন।
তুমিও যেমন, এক পাখিও তেমন,
জেনে, শুনে, হিংসা তারে কর কিকারণ?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

যত বার স্মরি গত অচির বিষয়,
তত আর নর প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি হয়।
ভাবিতে ভাবিতে অতি দুঃখিত হইয়া,
ক্রমেতে অচল-পরে উঠিলাম গিয়া।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা বৃক্ষ কণ্টক প্রভৃতি,
বিরাজিছে স্থানে স্থানে শোভাকর অতি।
মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র "স্রোত" প্রণালীর মত,
শুকায়ে হয়েছে যেন উঠিবার পথ।
উচ্চতা অধিক নয়, সহজ উঠিতে,
অনায়াসে উঠিলাম আনন্দিত চিতে।
উচ্চতার শেষ-শিলা-পরে দাঁড়াইয়া,
মোহিত হইল মন, চৌদিকে চাহিয়া,
শান্তি-রসে অভিষিক্ত হৃদয়, জীবন,
অনিমিষে দৃষ্টি করি হয়ে নিবেশন।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মরি কি অপূর্ব্ব। পূর্ব্ব, দক্ষিণ,দেখিতে!
শোভিছে অচল-শ্রেণী, বিন্ধ্যাচল হৈতে,
উদ্গারিছে ধূম রাশি, মেঘে মিশাইয়া,
পাদপে সর্ব্বতোভাবে আছে আচ্ছাদিয়া;
নিবিড় কানন-মাঝ, ভয়ানক স্থান,
অধঃ, ঊর্দ্ধ, ভেদ নাই, সকলি সমান।
কত দূর যুড়ে বেড়ে ঘেরিয়াছে বনে,
অন্তরে দেখিতে ভাল, জয় নিকেতনে।
ঘনতর বন-পত্রে ঢাকা নগসারি,
আহা মরি,কিবা শোভা। যাই বলিহারি!

সহসা হেরিলে পরে, হেন লয় মন,
গগনেতে নব ঘন উঠিছে যেমন,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

এক বারে ঘেরে পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ঈশান
ঘোরতর ঘন-ঘটা নিবিড় মহান্।
বালাতপ সাধ্য কি ভিতরে তার পশে,
নিভৃত প্রান্তরে কান্দে সাধ করে বসে?

সায়মের ছায়া তায় হইছে পতিত,
মরি কি শোভিছে! পরি বসন হরিৎ।
মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র গিরি প্রান্তরের মাঝ,
সায়ম-কিরণে সাজি করিছে বিরাজ,
সুবর্ণে মণ্ডিত যেন, দেখিতে কেমন!
খুলিল হৃদয়-দ্বার, ভুলিল নয়ন।

স্বভাবের রচয়িতা, স্বতঃসিদ্ধ জনে,
স্বভাবে পূরিয়া তাকি "স্বভাবে" আপনে!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মনোময়, তুমি, বিভু, করুণা-নিধান!
কেবল জগতে করো কল্যাণ বিধান,
অসীম কৌশল তব বর্ণিতে কে পারে?
এককালে নির্ম্মাইলে সমস্ত সংসারে—
তুমি ইচ্ছা কৈলে, আর, হৈল সমুদয়,
ধন্য ধন্য ইচ্ছা তব, ওহে ইচ্ছাময়!

ইচ্ছায় সৃজন করো, ইচ্ছায় পালন,
ইচ্ছায় বিনাশো শেষে, বিশ্ব-নিকেতন!
ইচ্ছার নিয়মাধীন তব এ সংসার,
যাহা কিছু দেখি, সব ইচ্ছার ব্যাপার।

মনোরম নগ-সারি, শোভার আকর,
তোমার ইচ্ছার কীর্ত্তি, অতি প্রীতি-কর।
তোমার ইচ্ছার-কীর্ত্তি, আমার নয়ন,
তোমার ইচ্ছার কীর্ত্তি করে দরশন।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কত সুখ দেয় সদা, তোমার ইচ্ছায়,
বর্ণনা না যায়, নাথ ! বর্ণনা না যায় !

কি আছে ভুবনে তব ইচ্ছার সমান,
ইচ্ছায় ইন্দ্রিয় তরি করি সুখ পান।
ইচ্ছায় দিয়েছ, "ইচ্ছা" ইচ্ছা করি তাই
দেখিতে তোমার সৃষ্টি —যায় সুখ পাই।
যা কিছু দিয়েছ, ইচ্ছা করি, ইচ্ছাময়,
সবে সুখ দেয়, সাধ্য যার যত হয়।
ইন্দ্রিয় সুখের দ্বার-স্বরূপ সকল,
অনুগ্রহ যোগাইছে সুখই কেবল।

এই যে দিয়াছ "পদ" কত সুখপদ।
কেবল ভ্রমিছি খুঁজি আমার সম্পদ,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

যথায় পাইব সুখ, তথা লয়ে যায়,
সুখ-হীন স্থানে কভু যাইতে না চায়।
পদ যেই আছে, তেই কত পাই সুখ,
কিছুতেই রাখিনেই মনের অসুখ।
যখন যা ইচ্ছা হয়, সম্ভব হইলে,
সম্পাদন করে থাকি, সমর্থ থাকিলে।
কিছু মাত্র খেদ নাই, পদের কারণে,
পদ আছে,তাই কত আশা আছে মনে।
পদ আছে, তাই হেথা করি আগমন,
মোহিত হতেছি করি "নিসর্গ" দর্শন।
পদ-ভরে দাণ্ডাইয়া এই শিলা পরে,
ডাকিতেছি তোমা,নাথ! আনন্দ অন্তরে।
পদ যেই আছে, তেই এত সুখ পাই,
কি কব পদের গুণ? বলিহারি যাই।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কিবা সুখাকর "কর" করেছ প্রদান,
করই করিছে শুধু, সকল কল্যাণ।
করে করে কর্ম্ম যত সাধে কত সুখ,
কর আছে তেই নেই কিছুতেই দুখ।
করে আহারীয় দ্রব্য, করি আহরণ,
আনন্দে আহার করি বাঁচাই জীবন।
কর আছে,যোড়ি কর,ডাকি হে তোমায়!
করে "প্রিয়-কার্য্য" করি, তরি হে কৃপায়!
কর আছে, তাই করি লেখনী ধারণ,
তোমার গুণানুবাদ করি হে রচন।
করেতে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকলি সাধন
করি হে করুণা-নিধি! পারি হে যেমন!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

দিয়েছ "নয়ন-দ্বয়," বদন উপর,
কত সুখ-কর, নাথ! কত সুখ-কর!
আঁখিতে জগৎ দেখি, থাকিয়া জগতে,
কত সুখ ভোগ করি, বর্ণিব কিমতে?
নয়নেতে প্রিয়জন-বদন দেখিয়া,
কতই সন্তোষ হই, আমদে মাতিয়া।
এই সব প্রীতি-কর রচনা তোমার,
নয়নে দর্শন করি, আনন্দ অপার
হে সর্ব্বনয়ন! করি নয়ন প্রদান,
করি! করিয়াছ কত সুখের বিধান!

শ্রবণ করিতে এই দিয়াছ "শ্রবণ,"
শ্রবণ এ নয় সুখ, সুখ-প্রস্রবণ;

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

শুনিতে সুখের কথা সদা ভাল বাসে,
নিবেশিত হয়ে সুধু থাকে সুখ আশে।
বিহঙ্গম কলরব, পবন হিল্লোল,
কিবা সুমধুর ধ্বনি, জলের কল্লোল!
বিশ্ব-নিনাদিত-যন্ত্রে তব গুণ গান,
শ্রবণে শ্রবণ করি, পুলকিত প্রাণ।
কর্ণ আছে এত সুখ আছয়ে সংহতি,
কত গুণ কর্ণে বর্ণে কাহার শকতি?

দিয়াছ "নাসিকা" নাম। অসুখ নাশিকা,
সুরভি আঘ্রাণ-কারী, জীবন-তোষিকা,
জীবন দায়িকা আর জীবন পালিকা,
সকল সুখের হেতু-ভূত এ নাসিকা।

জয়ন্তগড়-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

নাসা যেই আছে, তেই এত সুখ আছে,
নাসা না থাকিলে পরে কেবা প্রাণে বাঁচে ?
অমল কমল-গন্ধ, অতি নিরমল,
নাসাতে আঘ্রাণ করি, ভাবে ঢল ঢল।
যত দিন আছে নাসা, করি এই আশা,
"ভূমানন্দ" গন্ধে বন্ধ হয় যেন নাসা !

করুণা করিয়া নাথ ! দিয়াছ "রসনা,"
কত সুখ পাই তায়, কে করে গণনা ?
রসনায় পান করি, রসনায় খাই,
রসনা রসায়ে রসে তব গুণ গাই !
রসনা হইতে হয় মিষ্ট আলাপন,
শীলতায় বশ করি জগতের জন।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

রসনা হইতে এই বাসনা আমার,
চির দিন গাই যেন গুণ হে তোমার!

দয়াময়! দয়া তব, কত যে, কে কবে?
"বাক্-শক্তি" দিয়ে প্রায় প্রকাশেছ সবে।
এই বাগিন্দ্রিয় যত সুখের কারণ,
মরি! হরি, করেছ কি সুচারু রচন!
মনোগত ভাব যত প্রকাশিতে পারি,
কত যে ইহার গুণ, বর্ণিবারে নারি।
এই শিলা পরে, নাথ! দাণ্ডাইয়া থাকি,
বাগিন্দ্রিয় আছে, তাই তোমাকে হে ডাকি।

দিয়েছ এ "স্পর্শেন্দ্রিয়" সুখের আকর,
অনুভব করি এতে সুখ নিরন্তর।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

শীত, গ্রীষ্ম আদি ঋতু জানিতে পারিয়া,
কতই আনন্দ করি, খুলকে পূরিয়া।
বসন্ত কালের শান্ত মলয় পবন,
সুরভি সুগন্ধ-বাহী, চঞ্চল গমন,
সেবন করিয়া কত সুখ পাই "কায়,"
আনন্দে অধীর হয়ে ডাকি হে তোমায়!

কত সুখ-বৃদ্ধি কোরে "বুদ্ধি" দিলে দান,
কি বুদ্ধি আমার, করি বুদ্ধির বাখান!
নরের সমৃদ্ধি বুদ্ধি, আর কিছু নাই,
বুদ্ধি যেই আছে "প্রধানত্ব" আছে তাই।
ইতর সকল প্রাণী বুদ্ধি জন্য মানে,
বুদ্ধিতে বিজয় লাভ যেখানে সেখানে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বুদ্ধি পেয়ে কৃতজ্ঞতা এই হে আমার,
চির দিন রচি যেন রচনা তোমার!

ওহে নাথ! কি বর্ণিব মহিমা তোমার!
কিবা জানি? জানিব কি? তুমি যে অপার!
অণুমাত্র তনু মম, পরমাণু জ্ঞান,
ইহাতে কি পাব তব সম্যক সন্ধান!
এই মাত্র পাই তাই করি হে স্তাপন,
যত কিছু করিয়াছ, সুখের কারণ।
সুখময় কীর্ত্তি তব সুখের সংসার,
সুখ বিনা দেখিতে না পাই কিছু আর!
কিবা লতা, কিবা পাতা, শাখী, পাখী দল,
সুখময়! সুখময় রচনা সকল!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কত সুখময়, মরি! ওই "নগ-নারি"।
বলিহারি যাই, নাথ; বর্ণিবারে নারি।
অতুল আনন্দ লাভ, প্রতুল প্রাপণ,
খুলিল হৃদয়-দ্বার, ভুলিল নয়ন।

প্রফুল্ল হইয়া দেখি পশ্চিম, উত্তর,
সুবিস্তীর্ণ জল-ময়-প্রান্তর-সাগর*।
কিছু নাহি দেখি আর, সবু নীরাকার,
আকাশ অপর-পার হইয়াছে তার,
মধ্যে "লৌহ-ময়-পথ" † সেতু-বন্ধ মত,
দুই ধারে জল-রাশি, প্লাবিত কাবত।

* সুদীর্ঘ বর্ষাতে প্রায় এই প্রদেশ সমুদয় প্লাবিত ছিল। ১৭৮৫ শকের ১৩ ভাদ্র রবিবারে আমরা জয়-নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ" করিতে গিয়াছিলাম।
† রেইল ও

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র-পাহাড় রহে দ্বীপ-প্রায়,
বড় বড় বৃক্ষ সব ডুবেছে বন্যায়।
দীর্ঘ তমাল-তরু অর্দ্ধ মাত্র পার,
নদী, নদ, সরোবর, সব একাকার।
কোথায় বা গিরি-বর, সলিল উপর,
সাগর মাঝারে যেন "মন্দর-ভূধর,"
সায়ং কিরণে হয়ে স্বর্ণাঙ্গ মণ্ডিত,
করিছে অতুল শোভা, না হয় বর্ণিত।
অম্বর-সাগর-মাঝে লোহিত কিরণ
পতিত হইয়া, করে লোহিত জীবন,
প্রভাকর প্রতিবিম্ব ফলিত তাহায়,
সমুদ্র মাঝারে যেন "মণি*" শোভা পায়

* কৌস্তুভ মণি

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মন্দ মন্দ বায় তায় কি শোভা উজলে
কলা-নিধি দেখে যেন জলধি উথলে।

দেখিতে আনন্দ, কিন্তু ভাবিতে তা নয়
না গলে হৃদয়, হেন আছে কে নিদয়?
পশু, পক্ষী, নাগ, নর, প্রাণী নানামত,
জলেতে ভাসিল বাস, ক্লেশ পায় কত!
দাওার জলের দাওা, অঙ্গন মগন,
আহা মরি! কত কষ্ট পায় রানীগণ!
একে তো সামান্য গৃহ, কিবা কব তার,
চারিদিক ময় তায় জলে একাকার,
কেহ বা ভাসিয়া গেল পড়ি স্রোতে মুখে,
যে আছে পতিত প্রায় ভাসিতেছে দুঃখে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

পড়, পড়, কত ঘর, যায়, যায়, যায়,
উঠিছে সলিল কত ঘরের মাথায়!
কান্দিছে বাসিন্দা সব করি হাহাকার,
বাস গৃহ ভেসে গেল, কিসে বাঁচে আর।
এক ঘর বিনা কারো নাহি দুই ঘর,
ভেসে গেল, কান্দে পড়ি অবনি উপর।
কোথা খাবে, কোথা শোবে, ভাবিয়া না পায়,
শোকেতে আকুল হয়ে করে হায় হায়।
চর নাহি চরে পশু দাঁড়াইয়া রয়,
নাড় ত্যজি পলাইয়া যায় পক্ষী-চয়।

যত দেখি জল, তত দুঃখানল জ্বলে,
আকুল হইয়া চাহি অচলের তলে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অস্ত গেল দুঃখ হল নব সুখোদয়,
দেখিয়া উর্ব্বরা ভূমি তৃণ, শস্য-ময়।
অচল-দক্ষিণ-তল রমণীয় অতি,
স্থানে স্থানে শোভে কত লোকের বসতি।
মৃত্তিকা-রচিত গৃহ, তৃণ-আচ্ছাদন,
কোথায় তাহার কাছে ভূপতি-ভবন?
সামান্যে সুন্দর কিবা! আহা! মরি, মরি!
না হয় ইহার তুলা প্রধানা নগরী!
ইষ্ট-ময় অট্টালিকা, "ইষ্ট" সম যথা,
বড় বড় মানুষের বড় বড় কথা,
পরিসর রাজপথ, ফেরে রক্ষি-গণ,
কলরবে কার কথা কে করে শ্রবণ;
নিজ নিজ মদে মত্ত, যথাকার লোক,
যার যত ধন, মান, তার তত শোক।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

"পশমের-পুত্র" যারা, সাঁচা সাজ পরা,
বাহিরেতে আড়ম্বর, ভিতরেতে মরা,
হৃদয়ে নাস্তিক মাংস, চক্ষু চর্ম্ম-হীন,
দীন, হীন দুঃখে দুঃখী নহে এক দিন,
স্বধু স্বার্থ সম্পাদন, সব আপনার,
ভণ্ড কাণ্ড গণ্ডগোল ষণ্ডের আচার,
যত অনর্থের মূল অর্থের লাগিয়া,
এক বারে ধর্ম্ম কর্ম্ম বসেছে খাইয়া,
জয়া, চুরি, জাল, দ্যূত, শঠতা, বঞ্চনা,
আভরণে আবরিত প্রায় সর্ব্বজনা;
আজি কিনা দীন হীন হলো কোটীশ্বর,
কোটীশ্বর কোথা করে শ্রীঘরেতে ঘর,
সাধু লোক দেশান্তরী খাইতে না পায়,
দুর্জ্জনের দম্ভ ভরে ধরা কেটে যায়;

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

মিথ্যাই কেবল সত্য, মিথ্যা সত্য যত,
হায় হায়! যথাকার বিচার এমত !!!
কত শত বিচারক, নিযুক্ত এজনা,
মহাদক্ষ, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, বিজ্ঞ অগ্রগণ্য,
যশের আকর, সৎবিদ্যার আধার,
সতত করেন হেন কত সুবিচার !!!

হায় বিদ্যা! কোথা বিদ্যা, মরণ তোমার
থাকিবার স্থান তুমি পাওনি কি আর?
কেবল ঘুরিয়া মরো ইস্কুলে, ইস্কুলে,
সং চংয়ে বই দেখে গেছ নাকি ভুলে?
যে পড়ে অধিক বই সে হয় "সুন্দর",
ভাল বিদ্যা! ভাল, ভাল, এপণ সুন্দর

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সুন্দর আছিল "চোর" মিথ্যা সে তো নয়,
তাই বুঝি এ সব "সুন্দর" 'চোর' হয়!!!

ভাল, বিদ্যা! ভাল, ভাল! ভাল করে ধরে,
এক বারে সারা ঠেকেছে সকল "সুন্দরে"!
ভুলিলে তোমার মন, সবার যতন,
প্রাণপণ করি করে ধন উপার্জন,
প্রতারণা, জাল, চুরি, ঘুষ, প্রবঞ্চন,
বনে, জলে, কলে, খাটে যখন যেমন,
"ধন, ধন", করি শেষে, প্রাণ-ধন যায়,
ধিক্ ধিক্! "বিদ্যা"! তোর দয়া নাহি কায়?
বিদ্যা-প্রিয়া ছিল "বিদ্যা" বিখ্যাত ভুবন,
ধন-প্রিয়া হলে বিদ্যা, এ আর কেমন!

ধিক্ ধিক্! বিদ্যা! তোরে কত আর কই,
বিদ্যাই বা কারে কই, কই, বিদ্যা কই?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বই পড়ে বিদ্যা লাভ কবে হয় কার ?
পড়া-বিদ্যা পড়ে পড়ে "পদ্মনাভ" সার।

বিদ্বানের কায এক্কি, বিদ্বানের কায,
দিবা নিশি পড়ে থাকে অধর্ম্মের মাঝ ?
বিদ্বান্ কি গর্ব্ব কোরে, অহঙ্কার মনে,
তুচ্ছ বোধে উচ্চ-ভাষে নীচজন জনে ?
বিদ্বান্ কি ধন জন্য প্রাণ করে পণ ?
বিদ্বান্ কি ছলে করে স্বার্থ সম্পাদন ?
বিদ্বান্ কি ধনীদের উপাসনা করে ?
বিদ্বান্ কি বিদ্যা ভেবে গুমরিয়া মরে ?
আপনার গুণে সে যে আপনি নম্রিত,
সে কি কভু উচ্চ হতে পারে কদাচিত ?

জলদগর্ভ-গিরি-নিঃস্রোতের ভাব ।

নিজ শীর্ণ জলে পূর্ণ পাণ্ডুবর্ণ সরে,
বক্র বড় রুক্ষ নত, ক্ষুদ্র পাত্র ধরে,
জলেতে পড়িলে যদি, জল নষ্ট হয়,
তৃণ তাহা-পরে ভাসে মিথ্যা এত নয় !
সেই মত গুণী যত, নিজ গুণে ভারি.
এখন কিছুতে তারা নহে অহঙ্কারী ।
অল্প-বিদ্যা, (উপদেশ হেতু) আছে যার
তারা যে অহঙ্কারী "দাস অবিদ্যার" ।
মিছে আস্ফালন করে, মনে অভিমানে,
কিছু নাহি জানে. কেনে, কিছু নাহি জানে ।
গভীর "জোয়ারের" মধ্যে, বড় বড় মীন
থাকে শব্দ নাহি, রহে যেন কত ক্ষীণ :
কিন্তু অতি অল্প জলে, শফরী সকলে,
নেচে গর্ব্বে ফেটে মরে জলে কল কলে.

অজগর-গিরি-শিখরোপরি স্থান;

কারণ, তাঁহাদের শীঘ্র পক্ষী সব্ ফুটে
পক্ষ পাইতে হবে, কোথা যাবে ছুটে?
যেমতি উন্মাদ হয়, অবিদ্যার বশে,
বিদ্যা-অহঙ্কারে বাড়ি শীঘ্র হয় নাশ।
পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে,
দুষ্টদের দর্প যায় সেই মত করে।
ছিছি ছিছি! এ বিষয়ে অন্য কথা নাই,
ভাবিতে যে ভয় তাহা তাঁর রাখা দায়।

"কবিতা" আমার, ভাই, কেন কর দুখ?
ফিরে এসে দেখ, দেখ, কৃষকের সুখ।
কেমন সামান্য এরা! সদা শান্ত মন,
অহঙ্কার, প্রতারণা না জানে কখন,

অর্বুদ-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কারে বলে জুয়া, চুরি, জাল, কপটতা,
কিছুই জানেনা এরা, কিবা সে সরলতা!
শিক্ষা তাঁর বই, এরা পড়েনি কখন,
সুতরাং আড়ম্বরে নাহি প্রয়োজন;
সামান্য বেশেতে রহে, অন্যান্য কে করে;
উচ্চ আশা নাই, তুচ্ছ বোধ নাহি পরে;
পাতার কুটীর 'গৃহ' তাতেই সন্তোষ,
পরেরে না হিংসা করে, বলি "ভাগ্যদোষ";
গো, মেষ চরায়ে, আর, করি কৃষি-কায,
দিবস যাপন করে, নাহি বাসে লাজ;
নিশিতে নিবাসে আসে আনন্দিত কায়,
সামান্য শয্যায় কত সুখে নিদ্রা যায়!
পরে প্রবঞ্চিয়া কত আনিয়াছি ধন,
এ ভাবনা ভেবে নিশি না করে যাপন;

অম্বুধর-গিরি-শিখরোপরি জগৎ,

কেবা দোষী, কে নির্দ্দোষী, ভাবিয়া, ভাবি
মলিন না হয়ে উঠে যামিনী জাগিয়া ॥
দশকে দুষিতে যদি এ বাসনা করি,
পুস্তক করিয়া কোলে না কাটে শর্ব্বরী !
অপাপ নিক্রোধ বাসে প্রফুল্ল অন্তরে,
কিছুতেই অসন্তোষ প্রকাশ না করে ;
অনর্থের মূল 'অর্থ' নাই, নাই ভয়,
বাণিজ্যের আবশ্যক কখন না হয় ;
আনন্দে দিবস, নিশি, না করে যাপন,
সুতরাং পাপ, দণ্ডী নাহি প্রয়োজন ;
নিয়মিত পরিশ্রমে সদা স্বাস্থ্য ভোগে,
অকারণে কেহ নাহি মরে চির রোগে,
সুতরাং চিকিৎসা তাদের কার্য্য নাই,
বই-পড়া বিজ্ঞ "বৈদ্য" নাহি রাখে তাই

অতঃপর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

বহু মূল্য মহৌষধ নাহি প্রয়োজন ;
“কাঙালে ঘোড়ার রোগ” না হয় কখন।

পাহাড়ো সকল ভাল, সুখের আলয়,
হেরিলে এ শোভা, কার্ না গলে হৃদয়?
সুচারু কুটীর সব শোভে কি সুন্দর;
ধনী নাহি, একত্রেতে রহে পরস্পর,
হিংসা, দ্বেষ নাই, তাই নাহি আবরণ,
মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র-পথ, দেখিতে কেমন!
শিবিকা, শকট নাই,—অহঙ্কার ময়,
তাই নাই পরিসর-পথ ইষ্ট-ময় ;
সুতরাং “কর” নাই অসুখ আকর,
নির্ভাবনা হয়ে সুখ ভোগে নিরন্তর।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ ;

স্বাধীনতা উপভোগে সদা রত মন,
সুখে স্বচ্ছন্দেতে করে জীবন যাপন ।

অতুল আনন্দ লাভে কাননা অন্তরে,
অচল উপরে রবি নিরীক্ষণ করে ।—
কোথায় প্রচুর ক্ষুদ্র কণ্টকের বন,
কোথায় বা তৃণময় ক্ষেত্র সুশোভন,
কোথায় বা নৈসর্গিক অপূর্ব্ব গহ্বর,
কোথায় পতিত কত প্রকাণ্ড প্রস্তর,
কোথায় বা দৃষ্টি হয় চিহ্ন পুরাতন,
" ইন্দ্রদ্যুম্ন " ভূপতির বিগত ভবন ।
কোথায় বা প্রস্তরের স্তম্ভ দৃষ্টি হয়,
কোথায় প্রাচীর অংশ সপ্রমাণ কয় ।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

স্থানে স্থানে সরোবর অচলের অঙ্গে,
ভূপতি গাঁথিল যেন প্রকাশিয়া রঙ্গে।
দেখিয়ে সহসা মন হল বিচলিত,
সকলি অনিত্য-জ্ঞান জাগিল নিশ্চিত।
এই রাজা একচ্ছত্রে ছিল নরোত্তম,
সমস্ত 'ভারতবর্ষ' ছিল করতল,
কালেতে কাটিত হল, না ছিল গণন,
ধর্মে কর্মে রত অতি ছিল গুণধাম।
পুরীতে* শ্রীজগন্নাথ ইঁহারি স্থাপিত,
"পুরাণে" ইঁহার কীর্ত্তি আছে বিস্তারিত
কালেতে এমন রাজা, পাইয়াছে লয়,
সকলি অস্থির ভবে, স্থির কিছু নয়।

* জগন্নাথ ক্ষেত্র

জয়ন্তপুর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অধুনা অচলোপরে আছে আর নানা
সাহেব † লোকের যত ভগ্ন "কারখানা,"
বড় বড় "বাঙ্গালার" রহে আয়তন,
অতি অল্প দিন মাত্র হয়েছে পতন।

নানা স্থানে ঘুরে ফিরে করি দরশন,
শিলাতলে বসিলাম, হরষিত মন।
অচল উত্তর-তল দরশন করি,
আহা! কি অপূর্ব্ব শোভা! মরি, মরি, মরি!
জয়ন্ত-তর "গিরি" এক রহে বিদ্যমান,
মধ্যে মাত্র "উপত্যকা", অতি রম্য স্থান:
ঘন তর তৃণ পত্র রহে থরে থরে,
গো, মেষ, মহিষ, ছাগ, পালে পালে চরে,

† কিংসাহেব, এক জন "পূর্ব্ব ভারতবর্ষ রেইলওয়ের" ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়র ছিলেন।

জ্ঞানগর-গিরি-শিখরোপরি ভগ্ন ।

কৃষক, গোপাল আর মেষপাল গণ
নিজ নিজ কর্ম্ম করে, হরষিত মন ।
মনুষ্যের দৌরাত্ম্যে নাহিক হিংস্র জীব,
নির্ভয়ে ভ্রমিছে তাই, হয়ে সবে শিব ।

কহিতে কি পারি, মন মোহিত হইল ;
সহিত নাহিক বন্ধু, খেদ উপজিল ।
অন্য যে দুজন* ছিল, বন্ধু মাত্র নামে,
আমি বসিলাম, তারা চলিল স্বকামে ।
আমি এক মতে চলি, তারা আর মতে
মনে না মিলিলে বন্ধু হইবে কি মতে ?
দেখিব "স্বভাব"-শোভা, আমার এ মনে,
তাহাদের মনে, মিলে শিকার কেমনে ?

* ইঁহারা কিছু দিন পরেই এক জন নিতান্ত প্রিয় ও অপর জন নিতান্ত প্রিয়তম বন্ধু হইলেন ।

জয়নগর গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

একে কি কহিবে বন্ধু ? হয় কি সম্ভব ?
না হলে মনের মিল, বন্ধু কিসে কব ?
তবে " বন্ধু" বলি, সে তো সম্বোধন হয়,
মুখের প্রণয় বই, মনের তো নয়* ।
"বন্ধুত্ব" ধর্ম্মতঃ বিনা, কখন না হয়,
যদি বা কখন হয়, কদাচিৎ রয়,
থাকে বা কতই দিন, অতি অল্প মাত্র ।
ধর্ম্মী যে ধর্ম্মতঃ সে বন্ধুতার পাত্র ।
'বন্ধু' তারে বলি, যেই ধরে বন্ধু-কর,
বিপদ মাঝারে, কিম্বা দুঃখের ভিতর । "

আক্ষেপ করিয়া বহু, খেদান্বিত চিতে,
বিক্ষেপ করিনু পদ শিলাতল হৈতে,

* বন্ধুত্বঃ এই সময়ে এই প্রকার মৌখিক প্রণয়ই পরস্পর অত্যন্ত ছিল।

অম্বরনগর-গিরি-শিখরোপরি ভবন।

নিক্ষেপ করিয়া নেত্র নগ পূর্ব্ব ধারে,
চলিলাম পতিত "বাঙ্গলা" যথা কারে
"বারাণ্ডায়" আসি, অতি আনন্দিত মন,
হইলাম সেবি সুশীতল সমীরণ।

"অচলের" পূর্ব্বতল অতি মনোহর।
সম্মুখে উদ্যান শোভে, পরম সুন্দর!
অতি ক্ষুদ্র "গিরি নদী" নিরবধি তায়,
মধ্যে মধ্যে ঘুরে ঘুরে, মন্দ মন্দ যায়,
মিশিছে অনতিদূরে "কিউল" নদীতে,
বক্র গতি "নদী" অতি আবৃত বালীতে,
বেগবতী "স্রোতস্বতী" অতিশয় টান,
বেগে ধায় পূর্ব্ব ভাগে বেড়িয়া "উদ্যান।"

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

"কিউলের" পূর্ব্বকূল অতুল সুন্দর,
শোভে সুধু শ্বেতবর্ণ বালী নিরন্তর।
উপরেতে ক্ষুদ্র এক মরু "নগ" আর,
কেবল উপল-ময় ধবল আকার,
তৃণ, পাতা, লতা আদি কিছু তথা নাই,
এক মাত্র বৃক্ষ সুধু দেখিবারে পাই,
উচ্চ দেশে, শোভে শাখা, পত্র বিস্তারিয়া
নগ-শিরে আতপত্র রহিছে ধরিয়া,
বায়ু বৃষ্টি রবিতাপে আপনি কাতর,
তথাপিও প্রাণ পণে রক্ষয়ে "ভূধর"।
যেমন "অচল-বর" করিয়া যতন,
হৃদে ধরি বৃক্ষ-বরে করিল পালন,
সেই মত সে এখন সময় পাইয়ে,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিছে, আপনা অর্পিয়ে।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

আহা মরি! "কৃতজ্ঞতা," অতি বড় ধন!
ভুবন ভিতরে নাই, এমন রতন!
সর্ব্বকাল সমভাবে সর্ব্ব সৃষ্টি মাঝ,
আপনা আপনি বসি করিছে বিরাজ!
অন্য ধন আনিবারে কত কষ্ট হয়,
এ ধন আপনা হতে কাছে এসে রয়!
কেহ কার করে যদি কিছু উপকার,
উপকৃত-ব্যক্তি চেষ্টা পায় অনিবার।
কেমনে কি রূপ করি, উপকারী-জনে
সন্তোষিবে, প্রকাশিয়া কৃতজ্ঞতা-ধনে,
যখন সময় পায় না ছাড়ে কখন,
প্রতি উপকার করে করি প্রাণ-পণ।
"জননী" যেমন সুতে করেন পালন,
নানাবিধ কষ্ট ভোগ করি অনুক্ষণ,

অযনগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

সন্তান তেমন, তার, হইলে সময়,
কৃতজ্ঞতা প্রকাশিতে ত্রুটি না করয়।
বন্ধু, বান্ধবের কাছে উপকৃত হোলে,
কৃতজ্ঞতা পাশে বাঁধা মোলেও না খোলে।
অত কি? সামান্য কেহ কৈলে উপকার,
উপকৃত একবারে বাধিত তাহার।
এক দিন সেবিয়া সায়ম সমীরণ,
লক্ষ্মী সারাইয়ের কাছে করিতে ভ্রমণ,
নিকটে "কবর" স্থান—রহে পরিসর,
স্থানে স্থানে নানা মত রচিত "কবর"
ঘন বন-পত্রে প্রায় ঢাকা চতুর্দ্দিক,
বড় বড় বৃক্ষ তথা আছয়ে অধিক।
কিউলের কূলোপর, মনোহর স্থান,
এক দৃষ্টে দৃষ্টি করি হৃষ্ট মন, প্রাণ,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

অদৃষ্টে কণ্টক লগ্ন হইল বসনে,
নারিলাম ছাড়াইতে অনেক যতনে।
হেন কালে একজন সামান্য সুজন,
সেই স্থান দিয়া ছিল করিতে গমন,
দেখিয়া আমার দুঃখ দুঃখিত হইয়া,
আপনি বসিল আসি কণ্টক ধরিয়া,
কতক্ষণ পরে মোরে করে পরিত্রাণ,
বিনতি করিয়া বহু করিল প্রস্থান।
বাধিত হইয়া কৈনু সম্মান তাহার,
কিন্তু, অতি কিন্তু মতি রহিল আমার,
কত উপকার মম করিল সে জন,
কেমনে শোধিব, মনে হইল তখন,
সেতো আগন্তুক-ব্যক্তি, না রহিল আর,
দেখিতে দেখিতে হলো নেত্র-পথ পার।

জয়নগর গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কত শত ধন্য-বাদ দিলাম উদ্দেশে,
পরমেশ স্থানেতে প্রার্থনা করি শেষে—
হায়! নাথ! সৎস্বরূপ সত্য সনাতন!
দিয়েছ কেমন, নাথ! সততা-রতন,
ঈদৃশ সামান্য জনে! সততা বিহনে,
কিছুই জানে না এরা, আসি এ ভুবনে।
সততে "উপচিকীর্ষা" বৃত্তি বলবতী,
পীরিতি পরের হিত-সাধনের প্রতি।
প্রার্থনা আমার, নাথ! করি এই আর,
দৃঢ় বৃদ্ধি হয় যেন এ বৃত্তি সবার!

এই মত কত শত ভাবিতে ভাবিতে
নিবৃত্ত হলেম আর অধিক ভ্রমিতে,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

প্রবাসের অভিমুখে করিনু গমন
বিরস বদন, প্রাণ, মন উচাটন।
সদাই হৃদয়ে জাগে বিগত বিষয়,
মানসিক চঞ্চলতা ক্রমে বৃদ্ধি হয়,
অকস্মাৎ মনে এক, এমন সময়,
অনির্ব্বচনীয় ভাব হইল উদয়——
সামান্য কণ্টক মাত্র করিল মোচন,
এত কৃতজ্ঞতা মনে তাহারি কারণ?
অবিরত কত শত দারুণ কণ্টক—
কানন হইতে, হন যে জন রক্ষক,
কত কৃতজ্ঞতার ভাজন তেঁহ হবে,
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা কই হলো তবে?—
এ ভাবের আবির্ভাব হবামাত্র মনে,
উঠিল প্রবোধ-চন্দ্র হৃদয়-গগনে,

স্বপনচর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

জাগিয়া তখন জ্ঞানে, বাড়িল বিস্ময়,
শঙ্কিত অন্তরে মহা উপজিল ভয়,
কম্পমান কলেবর, করি যোড় কর,
কাতর হইয়া বলি, ক্ষম হে ঈশ্বর।
আমি দীন, হীন, ক্ষীণ, অতি অভাজন
কি জানি তোমার মর্ম ; অজ্ঞান নন্দন।
চিরদিন অপরাধী পায়ে, পায়, পায়,
অধীন জানিয়া, প্রভো ; ক্ষম হে আমায়।
অপার কৃপার খনি, নাম কৃপাময়,
সমগ্র সংসার, তব কৃপার আশ্রয়,
কৃপাতেই সমুদয় হইছে সৃজন
কৃপায় পালন আর কৃপায় নিধন,
কৃপাতেই সব, যাহা কিছু দৃষ্টি হয়,
কৃপা করি কৃপা-কর।। কর হে অভয়।

জয়নগর গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

নানা দোষে দোষী আমি,না পারি কহিতে
এক বারো ডাকি নাই স-কৃতজ্ঞ-চিতে,
অনিত্য বিষয়ে সুখু রত অবিরত,
ক্ষমা কর, কর, পিতঃ! দোষ হে তাবত।
যদিও ক্ষমেছ পূর্ব্বে ক্ষমা চাহিবার,
তথাপিও না বুঝিয়া বলি বার বার;
ওহে পিত! তুমি সর্ব্ব হিতের আকর,
তোমাতে আশ্রিত যত আছে চরাচর,
তোমাতেই বেঁচে আছি,তোমাতেই মরি,
তোমাতেই "নিত্য-সুখ" উপভোগ করি,
তোমাতেই সব আছে যা কিছু আমার!
আমিই তোমার নাথ! আমিই তোমার!
তোমারি এ দেওা দেহ ইন্দ্রিয়ের সাথ,
তোমারি এ দেওা প্রাণ, ওহে প্রাণনাথ!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

তুমিই দিয়েছ মন, বুদ্ধি-বৃত্তি-চয়,
তুমিই তো আত্মারূপে, দেহে, আত্মাময়
তুমিই বিবেক আদি বিবেক সুজ্ঞান
প্রদান করিয়া, সদা সাধিছ কল্যাণ।
সৃজিয়া অবধি মোরে সুধু অবিরত
অহরহ সুখদান করিতেছ কত!
কেবল রেখেছ সুখে করিয়া মগন,
দয়াময়! দয়া-ধন করি বিতরণ!
কত যে তোমার দয়া, কে করে বাখান?
কে গুণিবে? তোমার কি গুণিবার দান!
অজস্র দিতেছ, নাথ! দান তো কেবল,
কাহার বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশিব বল?
এত নয় মনুষ্যের স্বল্প উপকার?
পরিবর্ত্তে করিলেই হবে প্রতিকার?

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কৃতজ্ঞতা সহকারে নম্রিত স্বভাবে,
বিনতি করিলে পরে, পরিশোধ পাবে ;
কত যে তোমার কৃপা ! কে করে নির্দেশ ?
তোমারি বা কৃতজ্ঞতা করিব প্রকাশ ?
কি দিয়ে বা প্রকাশিব ? কি আছে আমার ?
আমিই তোমার, নাথ ! আমিই তোমার !

কি সাধ্য আমার ? তব প্রতিক্রিয়া করি ?
সাধে কি হইয়া শান্ত, ক্ষান্ত থাকি হরি ?
না থাকিয়া ক্ষান্ত, আর কি করিব বল ?
শুধিতে তোমার ধার কার হবে বল ?
পারিব না বলে কি নিতান্ত ক্ষান্ত হব ?
যথা-শক্তি করিতে তো বিরত না রব।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

তোমারি তো ধন, করি তোমারে স্বীকার,
কৃতজ্ঞতা হবে, বল, কেমনে আমার ?
কৃতজ্ঞতাই হইল কোথা হতে বল ?
সকলি তো তুমি, নাথ ! তোমাতে সকল !
না জানিয়া ভ্রমে কত করিয়াছি পাপ,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর ! হর, হর তাপ !

এই মত কতশত ভাবিয়া ভাবিয়া,
অবশেষে পর বাসে গেলাম ফিরিয়া।
অদ্যাপিও সে ঘটনা আছে মম মনে,
কৃতজ্ঞতা মম আর কি আছে ভুবনে ?
হেন কৃতজ্ঞতা-পাশ যেই দুরাচার,
ছেদ করে, তার সম পাপী নাহি আর ?

ভয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভবন।

যথার্থ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কর্ম্ম যেই করে,
কহিতে তাহার কথা, কথা নাহি সরে!

ও কবিতা! আর কোথা, ভ্রম বৃথা, বল,
ফিরে এসে দেখ, ওই নরু নগ-তল।
কেমন স্বভাব শোভা! লোভা মন প্রাণ!
চারি ধার ময় কিবা বেষ্টিত উদ্যান!
নানাবিধ বৃক্ষগণ রহে অগণন,
মধ্যে এক ক্ষুদ্র-পল্লি হয় দরশন,
অচলের তলে, "কিউলের" পূর্ব্বধার,
নয়নের প্রীতি-কর, শোভার আধার।
সামান্যে সুন্দর অতি, "নগরী" নিন্দিত,
তৃণ, পত্র, মৃত্তিকায়, সুচারু নির্ম্মিত।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কিছু দূর পূর্ব্বে তার শোভে "নগ-নারি,
ঘন-ময় জলদাঙ্গ, হরিদ্বর্ণ ধারি।
নিবিড় পত্রেতে ঢাকা ভয়ঙ্কর শোভা,
বেষ্টিত জলদ জালে, জগ মনো লোভা!
সমস্ত দক্ষিণ, পূর্ব্ব, বেড়িয়া প্রাচীর,
কোথায় তাহার সীমা, নাহি হয় স্থির।
বিন্ধ্যনব, সিন্ধুসম "বিন্ধ্য-গিরি" রাজ,
ভারত বর্ষের মাঝে করিছে বিরাজ।
এই "শ্রেণী" হতে দেশ হয়েছে দ্বিভাগ,
"দক্ষিণ আবর্ত্ত" আর "উত্তর-বিভাগ";
এই "শ্রেণী" হতে কত নদী প্রবাহিকা,
পড়িয়া করিল দেশ সুশস্য শালিকা।
এই যে কিউল, বেগবতী, স্রোতস্বতী,
নানা স্থানে ঘুরে ফিরে করিতেছে গতি,

উক্ত "শ্রেণী" হইতে পড়িছে ভূমিতলে,
তাই স্বাভাবিক এ স্রোত অতি বেগে চলে,
পুনঃ পুনঃ বন্যা হয় জলের কল্লোল,
তরঙ্গ হিল্লোলে চলে, অতি উতরোল,
প্রবল প্রবাহ বহে, কেবা দেখে টান,
যখন পাহাড়ে বৃষ্টি তখনই বান।
এ-কূল ও-কূল জলে পরিপূর্ণ হয়,
ভাসায়ে বালুকা-রাশি বেগেতে চলয়,
প্লাবিত প্রান্তর, ক্ষেত্র করিয়া সকলে,
কতদূরে মিশে গিয়া জাহ্নবীর জলে।
দুই এক দিন পরে নিজ ভাব ধরে,
বালুকার মাঝে পুনঃ অবস্থিতি করে।
দু-ধারের শোভা কিবা! না দেখি সমান,
কোথায় "অচল" কোথা সুচারু উদ্যান,

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কোথায় প্রান্তর, কোথা ক্ষেত্র শস্য-ময়,
কিউলের কূলে বসতি অতি শয়!
কোথায় "কৃত্রিম-সেতু", দেখিতে সুন্দর
অতুল বিপুল "পুল" "কিউলের" উপর,
শক্ত মহাস্তম্ভে গাঁথা, দৃঢ় অতিশয়,
উপরে বিচিত্র কার্য্য করা লৌহ-ময়,
দুই ধারে বারাণ্ডার শোভা আর কত
পদব্রজে যাইবার সেই দুই পথ,
মধ্যে "লৌহ-ময় পথ" রয়েছে আবরণ,
"বাষ্পীয়-শকট" যায় করয়ে গমন।
উত্তরে স্তম্ভের ভাগ রহিয়াছে আর,
আয়তন আর এক পথ হইবার।
নিকটেই "ইষ্টেসন" অবস্থিত রয়,
নগো-পরি হতে, মরি! কিবা দৃষ্টি হয়!

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ

চৌ-দিকে সামান্য গৃহ তৃণ আচ্ছাদিত,
মধ্যে মাত্র ইষ্টেসন ইষ্টক নির্ম্মিত।

স্বাভাবিক, কৃত্রিম সৌন্দর্য্য দৃষ্টি করি
আনন্দ-হৃদয়ে ভ্রমি "অচল" উপরি,
নব নব দরশন করিয়া বেড়াই,
নব নব সুখ পাই যেই দিকে চাই,
যত দেখি ততই তো নব দরশনে
আশা হয় মনে, আর, আশা হয় মনে।

ক্রমে ক্রমে "দিনকর" হয়ে দীন-কর,
অচল হইয়া পড়ে "অচল*" উপর,

* অস্তাচল।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

ভ্রমণের পরিশ্রমে ক্রমণ ব্যথিত,
শ্রান্তি পরিহার তরে করে অবস্থিত।
আরক্ত অম্বর পরি বিরক্ত হইয়া,
বাসর গমন করে ধরা পাসরিয়া।
দিন-কর শেষ কর বৃক্ষ-বর শীরে,
শূন্য মাঝে পূর্ণ শোভা জ্বলে যেন হীরে।
মন্দ মন্দ বহিয়া দক্ষিণ সমীরণ
"রজনীর" আগমন করে বিজ্ঞাপন।
ব্যস্ত বিহঙ্গম দিক্ দিগন্ত হইতে
নিজ নিজ নীড়ে যায় পুলকিত চিতে।
গোপাল, কৃষক আর মেষপাল গণ
নিজ নিজ বাসে আসে আনন্দিত মন।
ধরিল নবীন বেশ নবীনা "ধরণী",
পূর্ব্ব দিকে আসি দেখা দিলেক রজনী।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

হেন কালে নামিলাম "অচল" হইতে,
উপত্যকা দিয়া যাই দেখিতে দেখিতে;
সঙ্গের সঙ্গীরা গিয়া অগ্রেতে আমার,
উপত্যকা উপরেতে পুঁজয়ে শিকার।
পূর্ব্বে এক ঘুঘু-রে মেরেছে যেই খানে,
"বন্দুক" করেতে পুনঃ গেল সেই খানে;
দেখে আর এক "ঘুঘু" বসেছে তথায়,
সেই স্থানে বসে আছে,সেই "ঘুঘু" প্রায়।
বোধ হয় "দম্পতি" আছিল দুই জন,
প্রিয়ের মরণে, তাই চিন্তিল মরণ,
কিছু না করিল ভয় "বন্দুক" দেখিয়া,
বাঁচিয়া মরণ যেন লইল চাহিয়া,
প্রাণ-আধা প্রিয় গেল,কিসে আর জীবে?
এমন দাম্পত্য-স্নেহ নাহি কোন জীবে!

চির দিন শ্রবণে শুনিয়াছিনু এই—
মধু সম দাম্পত্য কাহার আর নেই,
প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত তার করি দরশন,
উঠিল " বিস্ময়-রস " উথলে তখন।
ইতর-জন্তুর এত দাম্পত্য প্রণয়
দেখেও কি শিখে নারে "নর" দুরাশয়?
অভিমান করে মরে হেরে প্রিয়জনে,
তিল আধ নাহি সুখ সদা দুঃখ মনে,
সর্ব্বদা না রয় প্রীতি, সুধু মনান্তর,
নিশ্বাস লাগিলে যেন গায়ে এসে জ্বর,
কলহ, বিবাদ এই বিপদ সদাই,
জ্বালায় জ্বলিয়ে মরে কার সুখ নাই,
প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, শঠতা আচার,
প্রণয়ের রীতি ইতি এই মতে সার।

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

যে মরিল সে মরিল কোথা তার শোক?
কাঁদিবার তরে কাছে, দেখাইয়া লোক।
হায়, হায়! এমন দুর্ব্বার দুরাচার
ভুবনে "নরের" মত কেবা আছে আর!
ঈশ্বরের প্রতিনিধি এমন 'প্রণয়',
হেলায় করিল নর যত পাপাশয়!

ধন্য ধন্য পুণ্যবান কানন-কপোত!
দাম্পত্য-প্রণয় যত তোমাতে নাবোত,
জগতে রাখিলে ভাল "প্রণয়ী" সুনাম,
প্রেম-ভরে প্রেম করে হলে প্রেম-কাম,
বিহঙ্গম-কুল হলো তোমাতে উজ্জ্বল,
যথার্থ প্রেমীর মধ্যে তুমি হে কেবল,

ক্ষয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

প্রিয় শোক দুঃসহ বুঝিয়া বুঝি মনে,
মরিতে বসিলে মৃতপ্রিয়ের আসনে।
নর হস্তে প্রিয়-দেহ দেখিতে পাইলে,
মরেও স্পর্শিব পুনঃ, এই কি ভাবিলে।
জানাইলে ভাল ভাল "পাখিতি পদ্ধতি!"
প্রেমেতে মৃত্যু-রে না ডরিলে এক রতি।

হায়! রে দুরাত্ম "নর!" নির্দ্দয় হৃদয়
একবারে খেয়েছ কি ধর্ম্ম কর্ম্ম-ভয়?
মরিতে হবে না না কি ভাবিয়াছ স্থির?
যা-ইচ্ছা করিছ তাই নির্ভয় শরীর।
প্রিয়-শোকাতুর পক্ষী, বিরহেতে মরে,
তাহারে সংহার করো, কোন প্রাণ ধরে?

আহা মরি! কেমনেতে "বন্দুক" আঘাত
করিয়া, দম্পতি দোঁহে করিলে নিপাত?

হায়, হায়, হায়! বন-কপোত-নন্দন!
মরিয়া নির্ব্বাণ তুমি হইলে এখন!
হৃত-প্রিয় পার্শে তব মৃত কলেবর
রাখিয়া কি তুষ্ট তব হইল অন্তর?
জীয়ন্তে একত্রে ছিলে, মোরেও রহিলে,
প্রণয় প্রমাণ তার প্রকাশ করিলে।
ইহ লোকে অবহত হলে সুখী প্রায়,
পর-লোকে যুক্ত হবে পরেশ কৃপায়,
ভুঞ্জিবে পরম সুখ, থাকিবে সন্তোষে,
কিছু না হইবে ক্ষতি তথা, কার রোষে!

অহনগর-গিরি-শিখরে পতি অনল।

দুর্নীতি, অন্যায়-কারী, “ মানব ” দুর্ব্বার,
হিংসিতে তোমার দুষ্ট না পারিবে আর ;
নিত্য-প্রেমে নিত্য নিত্য সুখী হয়ে রবে,
ভবের ভাবনা আর ভাবিতে না হবে ;
পাপ-মতি নিশাকর “ নর ” দুরাচার,
যেমন করিল কর্ম্ম, ফল পাবে তার ;

আকুল অন্তরে অতি, না সরে বচন,
অগত্যা, গৃহাভিমুখে করিনু গমন ;
উভয়ের সঙ্গে যাই ভৃত্যের সহিত,
কিছুতে নাহিক প্রীতি, ব্যাকুলিত চিত।
“ অচলের ” তল দিয়া করিনু গমন,
হেন কালে হইল এক ভীষণ গর্জ্জন,

বেলপাহাড়-গিরি-শিখরোপরি যখন
গহ্বর হইতে ধ্বনি উঠিল ভয়ঙ্কর
আসিতেছে ; কাননের কাঁপে থরে থর।
ক্ষণেকে গর্জ্জন-ধ্বনি শুনিল এমনি,
“ পাহাড়-শিখরে ” যেন পড়িছে অশনি।
ঝঞ্ঝা-বৃষ্টি পরিশ্রমে সভয় হৃদয়,
বাসার নিকটে আসি প্রাণ স্থির হয়।
অন্ধকার পথ করি রজনী বহিত,
এখানে প্রবেশ করি পুলকিত চিত।
নিত্য-ক্রিয়া সমাপিয়া, করিলে শয়ন,
পথের বিষয় যত হইল স্মরণ।

হইয়া একান্ত-চিত্ত, প্রশান্ত বিধানে,
প্রীতিতে প্রার্থনা করি পরমেশ স্থানে।—

জলময় গিরি-শিখরোপরি জলদ
কত যে করুণা তব, বর্ণিতে কে পারে ?
হে !
করুণা নিধান
যেখানে যখন থাকি, যেদিকে ফিরাই আঁখি,
কেবল করুণা তব
সৃষ্টি সমুদয় । ১

কিবা এই জনাকীর্ণ নগর মাঝারে,
হে !
কোলাহল-ময়,
নগরের রাজ-পথ, অট্টালিকা শত শত,
সকলে করুণা, তব,
বিলোকিত হয় । ২

অম্বর-গিরি-শিখরোপরি জলদ ;

কি বা সুবিমল বনে, অথবা কল্প-তারে,

হে !

মনু-মুগ্ধ-চক্ষু,

চাব' যব যব পাছে, কিছু আলো নাহি আছে,

তোমার করুণা-জ্যোতি,

অতি উজ্জ্বল ; ৩

কি বা অভ্র-ভেদী-উচ্চ অচল-শিখরে,

হে !

তুলনা না হয়,

নভিক তুষার-ময়, হেরিলে মানস-ময়,

মনোময় তব, বিভু,

করুণা উদয় । ৪

৫

[illegible] :

[illegible] বেশবতী [illegible]

[illegible]

[illegible] ।

[illegible],

[illegible]!

[illegible]

[illegible] ভুল, [illegible], [illegible],

হে!

সখা স্নেহময়,

[illegible],

করুণার ভুলে, ভব,

হয়, নাথ হয়! ৬

জয়নগর-গিরি-শিখরোপরি ভ্রমণ।

কি বা সুবিস্তীর্ণ অতি মহতি প্রান্তরে,
হে!
নিকতার ময়,
রবি-ছবি খর-তর, হৃদয় প্রফুল্ল-কর,
করুণা তোমার তায়,
দরশন হয়! ৭

কি বা ঘন নীলাকার সাগর মাঝারে,
হে!
ধূমাকার-ময়,
তরঙ্গ-হিল্লোলে দোলে, জল-জন্তু করি কোলে
প্রবল করুণা-বেগে,
সমীরণ বয়! ৮

[illegible]-গিরি-বিহারোপরি [illegible] ।

[illegible], [illegible] আহারে বিহারে,

[illegible]

করুণা-নিলয় ।

[illegible] দিকে [illegible]

কেবল করুণা ময়,

[illegible] দয়াময় । ১